পরিচিতি :

হাফিজা খাতুন, সিনিয়র শিৰিকা

বগুড়া ক্যান্ট: পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শ্রেণি : ৩য়

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১ম পর্ব)

অধ্যায়-৪ (সমাজের বিভিন্ন পেশা)

ছোট প্রশ্ন :

১. পেশা কী?

উ: আমাদের সমাজে নানা ধরনের কাজ আছে। মানুষ যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপাজন করে তাকে পেশা বলে। যেমন- শিৰকতা, ডাক্তারী, কৃষিজীবী ইত্যাদি।

২. যারা উৎপাদন করে তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ: আমাদের সমাজে নানা ধরনের কাজ আছে। যে কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপাজন করে তাকে পেশা বলে। পেশাজীবীরা বিভিন্ন উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত। যারা উৎপাদন করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে- কৃষক,মৎস্য চাষী, খামারী প্রভৃতি।

৩. যারা তৈরি করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ: আমাদের সমাজে নানা ধরনের কাজ আছে। মানুষ যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপাজন করে তাকে পেশা বলে। যারা তৈরি কাজের সাথে জড়িত এমন কয়েকটি পেশার উদাহরণ হচ্ছে- কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি প্রভৃতি।

৪. কোন কোন পেশার মানুষ সেবা দান করেন?

উ: আমাদের সমাজে নানা ধরনের পেশা রয়েছে। কিন্তু সব পেশার মানুষই সেবা দানের সাথে জড়িত নয়। যারা সেবা দান করেন এমন কয়েকটি পেশা হচ্ছে- ডাক্তার,নার্স,চালক,শিৰক প্রভৃতি।

বড় প্রশ্ন

১. মানুষ কীভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আয় করে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও।

উ: বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের মানুষ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী পেশার সাথে জড়িত। মানুষ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপাজন করে। মানুষ কীভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আয় করে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। যেমন- একজন কৃষক তিনি জমিতে নানা রকম ফসল উৎপাদন করেন। এসব ফসল তিনি বাজারে বিক্রি করে অর্থ আয় করেন। এভাবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আয় করেন।

২. ডাক্তার ও নার্স কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেন?

উ: ডাক্তার ও নার্স সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত। অসুখ হলে মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তিও হন। নার্স হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন। তারা রোগীদের ওষুধ ও পথ্য খাওয়ান। নার্স ডাক্তারের কাজে সাহায্য করেন। ফলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। এভাবেই ডাক্তার ও নার্স মানুষকে সাহায্য করেন।

৫ম অধ্যায়: (মানুষের গুণ)

ছোট প্রশ্ন:

১. ভালো শিৰকের কিছু গুণ উলেস্নখ কর।

উ: ভালো শিৰক অবশ্যই কিছু ভালো গুণের অধিকারী হন। একজন ভালো শিৰকের কিছু গুণাবলী উলেস্নখ করা হলো-

১.তিনি সহজবোধ্য ও সুন্দর করে পাঠদান করেন।

২. সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন।

৩. সব সময় সত্য কথা বলেন।

৪. নিয়ম-কানুন মেনে চলেন।

৫. তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন।

২. একটি ভালো কাজের উদাহরণ দাও।

উ: আমাদের সমাজে অনেক ভালো কাজের উদাহরণ আছে। ভালো কাজের মাধ্যমে মানুষ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। এ রকম একটি ভালো কাজের উদাহরণ হলো- সর্বদা সত্য কথা বলা। যা আমাদের সব সময় করা উচিত।

৩. একটি খারাপ কাজের নাম লেখ যা, কারো করা উচিত নয়।

উ: যারা খারাপ কাজ করে সকলেই তাদের ঘৃণা করে। কেউ তাদের ভালোবাসে না। তবুও সমাজে অনেক খারাপ কাজ রয়েছে।এ রকম একটি খারাপ কাজ হলো- মিথ্যা কথা বলা। যা কারো বলা উচিত নয়। কারণ মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না।

৪. যদি রাস্ৰায় তুমি কিছু টাকা পাও, তবে কী করবে?

উ: রাস্ৰায় কিছু টাকা পেলে আমি টাকার আসল মালিককে খুজব। বিষয়টি বড়দের জানাব এবং তাদের সহায়তায় মালিককে টাকা ফেরত দেব। যদি টাকার মালিককে না পাই তবে তা নিকটবর্তী থানায় জমা দেব।

বড় প্রশ্ন

১.মানুষের কোন গুণগুলো তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করে?

উ: মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কারন সে অন্যান্য প্রাণী হতে আলাদা। তার অনেক গুণাবলী রয়েছে । যেসব গুণ তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করে সেগুলো হলো-

১. সর্বদা সত্য কথা বলা। ২. সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা।

৩. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা। ৪. কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখা।

৫. কারো ৰতি না করে অন্যের উপকার করা।

২. তোমার কোন ভালো কাজের জন্য তুমি পরিচিত হতে চাও?

উ: ভালো কাজের মাধ্যমে মানুষ পরিচিত ও সম্মান পায়। সে মরেও অমর হয়ে রয়। মানুষ তাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আমি বড় হয়ে একজন ডাক্তার হবো। মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেব। গরিব ও অসহায়দের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করব। তাদের সুস্থ করে তুলবো এবং তাদের মুখে হাসি ফুটাব। এ কাজের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হতে চাই।

-----*-----

৬ষ্ঠ:অধ্যায় (সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন)

ছোট প্রশ্ন:

১.বাড়ির কাজ করতে কেন তুমি তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?

উ: পরিবারে আমরা সকলে একে অপরকে ভালোবাসি,স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। তাই পরিবারের উন্নতি এবং মা-বাবার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করি।

২.তুমি বাড়িতে কর এমন তিনটি কাজের নাম লেখ।

উ: পরিবারের সদস্য হিসাবে আমি বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করে থাকি। আমি বাড়িতে করি এমন তিনটি কাজ হলো-

১. আমি পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি।
২. নিজের পোশাক সাজিয়ে রাখি।
৩. মা-বাবাকে সাহায্য করি।

৩. বাড়ির বাহিরে সাহায্য কর এমন একটি কাজের উদাহরণ দাও।

উ: বাড়ির বাহিরে আমি বিভিন্ন কাজ করে থাকি। এ রকম একটি কাজের উদাহরণ হলো- বৃৰ রোপনে আমি আমার বাবাকে সহায়তা করি।

৪. বিদ্যালয়ের কাজে কিভাবে তুমি সাহায্য করতে পার?

উ: বিদ্যালয় আমাদের খুব প্রিয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে আমি সাহায্য করতে পারি। যেমন-

১. শ্রেণিতে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখব।
২. বোর্ড পরিস্কার রাখব।
৩. শ্রেণিকৰে ময়লা-আর্বজনা ফেলবনা।
৪. বিদ্যালয়ের মাঠ পরিস্কার রাখব।
৫. বাগানে গাছ লাগাব ও যত্ন নেব।

বড় প্রশ্ন:

১. আমাদের বাড়ি-ঘর কেন পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন?

উ: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। আমাদের বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। কারণ-

১. অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত ঘরে জীবাণু বাসা বাঁধে।
২. ফলে আমরা রোগাক্রান্ৰ হতে পারি।
৩. বাড়ি-ঘর পরিষ্কার থাকলে মন ভালো থাকে।
৪. মন ভালো থাকলে কাজে আনন্দ পাওয়া যায়।
৫. ফলে পরিবার হয় সুখি ও আনন্দময়।

তাই আমাদের বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

২. বিদ্যালয় কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়?

উঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। বিদ্যালয় আমাদের খুব প্রিয়। বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের উচিত। কেননা-

১. বিদ্যালয় অপরিষ্কার থাকলে পড়াশুনায় মন বসবে না।

২. অপরিষ্কার স্থানে রোগ জীবাণু বাসা বাধে।

৩. ফলে আমরা রোগাক্রান্ত হতে পারি।

৪. বিদ্যালয় পরিষ্কার থাকলে পড়ালেখায় আগ্রহ বাড়ে।

৫. বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর থাকে।

--------*--------